পলের জগৎ, পলের উত্তরাধিকার

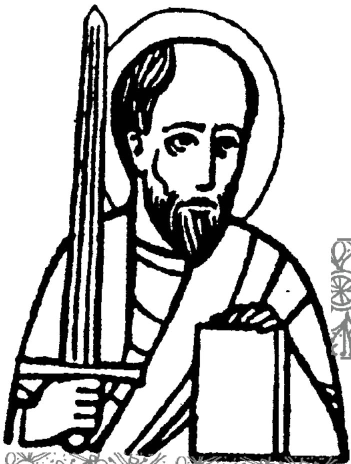

১। পলের ত্রিভুবন

পলের সম্বন্ধে পড়াশুনা করার অর্থ যেন একাধিক রাস্তায় পাহাড়ে আরোহণের মত। এই উপমা থেকে একটু সরে গিয়ে আমি ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণে পলের জগতে প্রবেশ করি, যা হচ্ছে প্রথম ও প্রধান ভূমিকা। আমরা বহুমাত্রিক জগতের কথা বলতে পারি; তাঁর লেখায় বিস্মিত হতে হয় কারণ কমপক্ষে তিনি ত্রিমাত্রিক জগতে বিচরণ করতেন এবং তা তিনটি শ্রবণশক্তির আঙ্গিকেই শ্রুত হত; যা অনেক সময় পরস্পরের সাথে তাল মিলিয়ে অথবা অন্যভাবে বোঝা যেত যে, পল ইচ্ছা ক'রেই তাল মিলিয়ে তা করেছিলেন।

পাহাড়ের উপমায় পুনরায় ফিরে যাই, পাহাড়ের কথা বলে আমি পলের মুখোমুখি হই, বালক অবস্থায় উত্তর-পশ্চিম পেন্‌নাইন পাহাড়ে উঠতে অভ্যস্ত ছিলাম। পাহাড়ের উঠার জন্য ইয়র্কশায়ারের যে পাশটায় তুমি দাঁড়াবে, সেখানে তোমার ডান পা থাকবে ইয়র্কশায়ারে এবং বাম পা থাকবে ল্যাংকশায়ারে আর সামনের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করলে তুমি ওয়েষ্টমোরল্যাণ্ডের প্রাচীন এবং শোকার্ত প্রদেশটি দৃষ্টিগোচরহবে। একই ভাবে পল (কমপক্ষে) তিন ভুবনে বাস করতেন। আমরা ঐ ত্রিমাত্রিক জগতের প্রত্যেকটি আমাদের মনের বাসনায় ধারণ করতে পারি, যদি আমাদের কোন সুযোগ থাকে তার লেখার লক্ষ্যণীয় দিকগুলো বুঝতে পারার।

প্রথম জগতে, যার দ্বারা তিনি পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ করেছেন তা হচ্ছে ইহুদী ধর্ম। দ্বিতীয়-মন্দিররূপ ইহুদীধর্ম সম্বন্ধে বিগত সহস্রাব্দের চেয়ে শেষ উত্তরসূরীরা বেশী পড়াশুনা করেছে। সংশ্লিষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের কথা উল্লেখ না করে পাণ্ডুলিপি, ফরিসী, প্রাচীর, রাব্বি, আরও অনেক বিষয় নিয়ে নতুন নতুন গবেষণা চলছে। তথাপি একটি বৃহদাকার সহজবোধ্য চিত্র এই এলোমেলো তথ্য থেকে পাওয়া যেতে পারে, ঠিক একজন সচেষ্ট ব্যক্তি যেমন প্রয়োজনীয় সক্ষমতা ছাড়াই প্রধান নদী ও রাস্তাঘাটগুলো বের করে আনতে পারে কিভাবে প্রতি অলিগলি ও ধারাগুলি মিলিত হয়েছে। দ্বিতীয়-মন্দির রূপ ইহুদী ধর্ম হল বহুমাত্রিক এবং স্পন্দনশীল মিশ্রণ, যেটাকে আমরা বর্তমানে ধর্ম, বিশ্বাস, কৃষ্টি ও রাজনীতি বলছি (যদিও এটাকে তারা এই স্বাতন্ত্রতায় স্বীকৃতি দেয় না)। কিন্তু এর বিরোধপূর্ণ উপাদানগুলি একই বিষয়গুলো নিয়ে সচরাচর বিরোধিতা ঘটাচ্ছে। এর অর্থ হল, ঐশ জনগণের অংশ যারা তোরাহ্-র প্রতি বাধ্য ও অইহুদী দখলদারীদের কাছে ইহুদী পরিচয় বহনকারী এবং আরো অনেক বিষয়ের উপর ভিত্তি করে বিশেষভাবে ঐশ রাজ্যের আগমনের প্রত্যাশা – "অপেক্ষমান কাল" ,যা ইস্রায়েলের মুক্তির জন্য প্রবক্তাগণ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন; প্রতীক্ষার সেই দিন যে সময়ে আসবে তখন যেন একজন সেই আকাঙ্ক্ষিত দিনের প্রমাণ আর আশীর্বাদের অংশী হতে পারে। পল এমনই এক জগৎ থেকে এসেছেন ও তিনি যা বলেছেন ঐ সমাজে কেউ তা বলার কথা চিন্তাও করতে পারে না কারণ ঐ সমাজে তা ছিল বেদনাদায়ক এমন কি ধ্বংসকারী বিষয়।

দ্বিতীয় জগৎটা হল গ্রীক, বা হেলেনীয় সভ্যতা,

পল তার দিনগুলি পূর্ব ভুমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে অধিকাংশ নিভৃতে পার করেছেন এবং তাঁর অপেক্ষাকৃত ভাল সময় কেটেছে। মহান আলেকজাণ্ডারের আমলের তিনশত বছরেরও পূর্বে গ্রীসের মানুষের দ্বিতীয় ভাষা ছিল গ্রীক যেমন আজকের মানুষের কাছে ইংরেজী। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষের চিন্তা-চেতনায় ঐক্য ছিল। আবার, সেখানে প্রথম শতাব্দীর হেলেনীয় সভ্যতার ভিন্ন ভিন্ন ধাপ ছিল। তবে পলের দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা দেখি যে, কৃষ্টি ও দর্শন এবং গ্রীক সভ্যতার তাত্ত্বিক-ধরণ বেশ শক্তিশালী এবং ব্যপ্তিশীল ছিল। পলকে বুঝতে হলে আপনাকে তাঁর যৌবনকালের সমসাময়িক কাব্যগ্রন্থ পাঠ করতে হবে। যদিও তাতে হয়ত বিভিন্ন বিশ্বাসের মৌলিক পার্থক্য চোখে পড়বে, তথাপি তাতে সাধারণত মিল রক্ষাকারী ভাষা ও যুক্তিতর্কের ধরণ বুঝা যাবে। এক পর্যায়ে আপনি বুঝতে পারবেন যে, তারা একই রাস্তার অভিযাত্রী। হেলেনীয় যুগের উক্ত পরিবেশে পল প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে সচেতন থেকে সমস্ত চিন্তার দূরে থেকে 'মশীহের অনুগত থাকার চিন্তা'য় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। তাঁর লেখা ও চিন্তাচেতনায় বিধর্মীদের ভাষা ও চিত্র খুব সুচারুরূপে ও অর্থবহ ক'রে ব্যবহার করেছেন। এটা শুধু মাত্র অন্য একটা সংস্কৃতির সাথে তাল মিলানোর বিষয় নয় বরং ঐ জগতের সীমানায় পৌঁছানো। সংক্ষিপ্ত ভাবে তিনি তা করেছিলেন কারণ তার ইহুদী রীতিনীতির শিক্ষায় উপলব্ধি করেছিলেন যে, আব্রাহামের ঈশ্বর সমস্ত জগতের সৃষ্টিকর্তা এবং সমগ্র মানবজাতি তাঁরই প্রতিমূর্তিতে গড়া, তার সময়কার কারো কারোর মতে, সলোমনের প্রজ্ঞারও লেখক হিসেবে তিনি যিহুদী রীতিনীতির মাধ্যমে দাঁড়াবার একটি শক্ত জায়গা সকলের জন্য তৈরী করতে পেরেছিলেন, যা সমস্ত জগতের জন্য সত্যিকারের বিধান হতে পারে।

পলের আমলে জাগতিক নেতা-নেতৃগণ সৃষ্টির কাছে মাথা নত করে ছিলেন যা পলের জন্য তৃতীয় জগৎ গঠন করেছিল। এ তৃতীয় জগতের ব্যাখ্যা আমার বর্ণনার সাথে সংযুক্ত, যেখানে আমাদের আরোহণকারীর উভয় পা সামনে এগিয়ে যাওয়া এবং লক্ষে পৌঁছানোর জন্য দৃঢ়ভাবে সংস্থাপিত। পল সে আমল এবং এখনকার আমল উভয় আমলের বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব। তিনি রোমের নাগরিক। আমরা যদি প্রেরিতদের কার্যাবলী, ইতিহাস দেখি, সেখানে দেখতে পাব যে, তিনি সব ধরণের সুযোগ সুবিধা ব্যবহার করেছেন। কিন্তু যেহেতু তিনি ইহুদী ও হেলেনীয় জগতের মানুষ, তাই তিনি সিজারের বিশাল রাজ্যের সমালোচনা বহির্ভূত ছিলেন না। তাঁর রোমীয় নাগরিকত্ব, তাঁর ধ্যান-ধারণা ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সম্রাট-পূজা এখনও পর্যন্ত আলোচনার বিষয়বস্তু।

আমাদের ত্রিমাত্রিক পলের জগতের তৃতীয় বিষয়টি দাঁড় করতে গিয়ে রোমীয় প্রেক্ষাপটে অন্য দুই মাত্রাকে সুসংহত করতে হয়েছে। ইহুদীধর্মের ছিল বিধর্মী সাম্রাজ্যের সমালোচনার হাজার বছরের ঐতিহ্য, মিশরসহ এবং মুক্তির ইতিহাসের পটভূমি। নির্যাতন ও মুক্তির কাহিনী পুনরোল্লেখ করা এবং ভিলেনের ভূমিকা নতুন ভাবে পালনের জন্য প্রথম শতাব্দীর ইহুদীদের জন্য কঠিন বিষয় ছিল না। ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম জেরুসালেমে প্রথমবারের মত পুরিম উৎসবে আমার যোগদানের সুযোগ ঘটেছিল। আমার ইহুদী নিমন্ত্রণকারীগণ বিব্রত বোধ করেছিলেন যখন এসথারের বইটি খুলে হামান ও তার সন্তানদের কাহিনী দেখানো হল। শক্তিধর কাহিনীগুলো ইঙ্গিত দেয় নিজেদের পুনরায় স্মরণ ও ব্যক্ত করার জন্য। আর পল বিশ্বাস করেছিলেন যে, ইস্রায়েলের ঈশ্বর তাঁর মশীহকে পাঠিয়েছিলেন পৃথিবীর ন্যায়বান প্রভু হওয়ার জন্য, রাজনৈতিক সমস্যার নিরসন ও সম্ভাবনার জন্য যেমন, তেমন নব ঐশতাত্ত্বিক জিজ্ঞাস্য এবং সম্ভাবনা সৃষ্টির জন্য। রোমের দাবির মুখেও পল ইহুদী রীতিনীতিতে অবিচল ও সুদৃঢ় ছিলেন।

একই সময়ে রোমীয় সাম্রাজ্যিক ধ্যান-ধারণা ও পূজার্চনার মৌলিক বিষয় হেলেনীয় জগতের দর্শন ও পূজনরীতি থেকে অনুসৃত। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, রোমীয় জগৎ এবং রাজধানীর মূল অংশে গ্রীক ভাষাই প্রথম এবং কোন কোন স্থানে একমাত্র ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হত। পলের জীবন, কাজ, চিন্তা ও লেখা সবই জটিল আর বহুমাত্রিক সংহতিতে আবদ্ধ ছিল। যদিও তাঁর কথায়, 'সব কিছুই সবার জন্য' – এটা দেখলে মনে হয় যে, কেউ হয় তাঁকে এমন করে প্রস্তুত করে দিয়েছিল যাতে অন্য জগতের মানুষের কাছেও পৌঁছতে পারেন আর এটাই পল দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেছেন। তিনি সারা

জগতের কাছে ইহুদী বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন বা তাঁকে দিয়ে তা করানো হয়েছে যাতে তার নিজস্ব কায়দায় প্রকাশিত হয় (যে কারণে সে সময় করা হয়েছিল, এখনও যে কারণে করা হচ্ছে, তা চোখ তুলে দেখার বিষয়)। তিনি ইস্রায়েলের একমাত্র সত্য ঈশ্বরকে বিধর্মীদের বিস্তৃত ভুবনে প্রকাশ করেছেন। পল দৃঢ়ভাবে একেশ্বরবাদী এবং তা আমরা দেখব ঐ বিশ্বাসের পূর্ণতা সাধনে কত পথ ভ্রমণ করেছেন এবং অপূর্ব কাজ সম্পন্ন করেছেন।

তবে তা ছিল অগোছালো পুন:বর্ণিত একেশ্বরবাদ। পলের প্রেক্ষাপটে ত্রিমাত্রিক জগতের সাথে আমাদের চতুর্থ জগতটি যোগ করতে হবে, যে জগতটি ইতিপূর্বে তার ধর্মান্তরিত হওয়ার সময় গঠিত হয়েছিল। আমরা ধরে নিতে পারি তাও অনুরূপ অগোছালো অবস্থায় গঠিত। তিনি মশীহ পরিবারভুক্ত। পল 'এক্‌লেজিয়া' বা আহূত জন হিসেবে ইহুদী মন্দিরে ও বিধর্মী সমাজে ঐশ জনগণের যোগাযোগ প্রতিনিধি। তিনি ছিলেন একজন সুদক্ষ যুক্তিবাদী। তিনি সিজারের রাজ্যে অইহুদীদেরকেও যুক্তির দ্বারা আব্রাহামের বংশধর হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর এটা তার অসামান্য কাজের একটি নমুনা। এমনটি তিনি কোন জাতিসত্ত্বা বা শ্রেণী সমাজ, কোন ক্লাব বা গোষ্ঠী, কিংবা সংঘকে চিহ্নিত করে করেননি। যদিও অনেকে মনে করেন, তিনি এর কোন একটির পক্ষে তা করেছেন। তিনি যীশু মশীহের মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করলেন (পলের দৃষ্টিতে) তার নিজের জগত থেকে এবং অন্য তিনটি জগতের সাথে সম্পর্ক রেখে; অথচ তাদেরই মধ্য থেকে ও তাদের চেয়ে বেশ কিছু বিষয়ে অন্যভাবে প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি বেশ সমস্যারও সম্মুখীন হয়েছেন। তিনি গুরুতর সমস্যায় পড়েছেন যখন তিনি বলেছেন যে, তিনি মশীহের মধ্যে-ই আছেন বা তাঁর দেহের মধ্যে আছে। আর এর অর্থ ইহুদী ধর্মের মর্মমূলে রয়েছে অথচ এটা যে হেলেনীয় জগতে সিজারের ক্ষমতার রাজ্যে কত বড় বিরুদ্ধ-অভিযোগ তা অন্য ত্রিমাত্রিক জগতের ধ্যান-ধারণা থেকে কম-বেশী ভিন্ন। পল এই চতুর্থ জগতের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যে, অন্য তিনটি জগতের সাথে চতুর্থ জগতের মিল রক্ষাকারী বিষয় রয়েছে। তিনি যীশুর ব্যক্তিত্বের কথা বলতে গিয়ে অভিন্নতার ব্যাখ্যা করেছেন আর তাঁর দেহধারী কার্যকলাপের মাধ্যমে তিনি যে মশীহ হয়ে উঠেছেন তার বর্ণনা করেছেন।

এটাই পলের জগৎ। দৃশ্যত এটা হবে, অর্থপূর্ণ আলোচনা এবং বহুমাত্রিক অধিক্রমণ আর কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক বর্ণনা : ইহুদী আঙ্গিকে ঈশ্বর ও ইস্রায়েলের কাহিনীর দিক; বিধর্মীদের জগৎ ও দেবতার কাহিনী, আর অস্পষ্ট অন্তর্নিহিত বিবরণ যা ব্যক্তি বিধর্মীর পরিচয়ে গড়ে উঠেছে সেই গ্রীক-রোমান দিকগুলি। বিশেষ করে তাতে মহান সম্রাটের বর্ণনা লক্ষ্যণীয় আর তা আমরা বিশেষভাবে ভার্জিল এবং লিভির বর্ণনায় এবং অন্যত্র ক্ষুদ্র পরিসরে স্থানীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতির অস্পষ্ট অন্তর্নিহিত বর্ণনায় দেখতে পাই। অনুরূপ ভাবে, এ জগৎ প্রতীকি আকারে বর্ণনা করা হতে পারে : যিহুদী ধর্মের মন্দির, তোরাহ্, ভূমি ও পারিবারিক পরিচয়ের মাঝে; বিধর্মীদের জাতির বহুবিধ প্রতীক, রাজ-পদমর্যাদা, ধর্ম এবং সংস্কৃতির মাধ্যমে, বিশেষ করে রোমে, প্রতীকসমূহ (মুদ্রা, খিলান, মন্দির, সামরিক শক্তি) যা একক ও মহান এক জগতের কথা বলত। আমরা এই বিভিন্ন সংস্কৃতির মিশ্রনে জীবনপ্রণালীর সাথে আরো একটি জীবনধারা সম্বন্ধে বলতে পারি; উভয় ক্ষেত্রে বলা যায় যে, জীবনের গতিবিধি ও জীবনের ব্যক্তি উদ্দীপনায় বেঁচে থাকা যেন দত্তক হিসেবে সামাজিক, নৈতিক শিক্ষা লাভ করা। আমরা যে ধরনের সমাধান বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে আশা

করি, তা প্রত্যেক জাগতিক-দৃষ্টিভঙ্গির পিছনে বিদ্যমান : আমাদের পরিচয় কী, আমরা কোথায় আছি, কী সমস্যা বা ভুল, কী সমাধান আর এখন কোন্ কাল ? এই চার-খণ্ড (কাহিনী, প্রতীক, জীবনাচরণ ও অনুসন্ধান) জাগতিক-দৃষ্টিভঙ্গির বিশ্লেষণ আমি অন্যত্র একটি রূপরেখা তুলে ধরেছি। আর যদিও এ বর্ণনায় পল সম্বন্ধে বিস্তারিত বলার অবকাশ নেই, তথাপি অবকাঠামোগত কাজের বিষয়টি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মাঝে মাঝে আমরা এ বিষয়টির উল্লেখ করব।

এ প্রেক্ষাপটে আমি বিশেষভাবে কয়েকটি পর্যায় সম্বন্ধে আর একটু বলতে চাই। পলের চিন্তাভাবনার বর্ণনামূলক দিকটির প্রতি মনোনিবেশ বেশ ভালভাবেই প্রদান করা হয়েছে। আর এটাকে পলের উপর 'নতুন দৃষ্টিকোণ' হিসেবে বিবেচনা করি। বর্তমান আগ্রহটি পুনরায় দেখা যেতে পারে রিচার্ড বি হেজ-এর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনাকে খাটো ক'রে নয়। গালাতীয়দের বিষয়ে নিবিড় বিশ্লেষণপূর্বক হেজ এ বিষয়ে গভীর ভাবে পড়াশুনা করেছেন এবং যুক্তি দেখিয়েছেন যে, পল কাজ করেছিলেন ব্যাপক পরিসরে যেখানে যীশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের কথা (বিশেষ ক'রে তাঁর বিশ্বস্ততা) বলা হয়েছে। তবে যখন কোন বিষয় সমসাময়িক সাহিত্যে অধ্যয়ন করা হয়, তা এমন কোন বস্তু নয় যে, একবার বোতল থেকে বেরিয়ে গেলে আর তা ভিতরে ঢোকানো যায় না। সব দিক দিয়ে পল পরীক্ষিত হয়েছিলেন। কতগুলো বাইরের ধারণা কিংবা স্বাধীনতাত্তোর তুচ্ছ ধারণা পলের উপর চাপিয়ে তা অগ্রাহ্য করা যেতে পারে না। তা নিশ্চয়ই পলের চিন্তা-ভাবনাকে খর্ব করে না, যেহেতু কেউ কেউ চোখ বন্ধ করে উল্লেখ করেছে। স্পষ্ট উদাহরণ হিসেবে বাইবেলের ইহুদী সাহিত্য বর্তমানেও কতগুলো সুনিয়ন্ত্রিত কাহিনীতে সিক্ত যেমন যাত্রাপুস্তকের অব্রাহামের কাহিনী, বন্দীদশা, আর প্রত্যাবর্তন। যাতে এই কাহিনীগুলোর মধ্যে ইহুদী উৎসের ছোট একটি পরোক্ষ ধারণা দেয়, যাতে আমরা বুঝতে পারি যে, গোটা বিবরণের পটভূমিতে ভাসমান। আমরা যখন পলের মধ্যে একই কাহিনীর পরোক্ষ বর্ণনা দেখি তখন আমরা শুধু আমন্ত্রিত নই বরং তা পালন করতে বাধ্য এবং তিনি যা সঠিক বলে বর্ণনা করেছেন, আমাদের সেই বর্ণনার জগতকে গ্রহণ ও বহন করা উচিত। দ্বিতীয় ধাপে ইহুদী মন্দির, যেখানে আমাদের অত্যন্ত সচেতনভাবে এগোতে হবে, যাতে কোন মতেই মন্দিরের নীরবতা ভঙ্গ না হয়। এখানে এমন কোন বালুময় সৈকত নেই যেখানে বর্ণনার স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে যায়নি। একমাত্র মুক্ত পথ যদিও তা বিরোধপূর্ণ মতের অধীনে নিমজ্জিত অবস্থায় সাঁতার কাটার মত।

কাহিনীতে ফিরে যাওয়ার অর্থ হল, নানাবিধ উন্নয়নের সবচেয়ে অর্থপূর্ণ একটি দিক – 'নতুন দৃষ্টিকোণ', যা বিপ্লবাকারে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। এ সম্বন্ধে স্যাণ্ডারস্ নিজেই বলেছেন কিংবা (আমার বিশ্বাস) চিন্তা করেছেন। আমি জোর দিয়ে বলতে চাই যে, উভয় দিকে উন্নয়নশীল 'নতুন দৃষ্টিকোণ' এবং কেন্দ্রীয় বিষয় হিসাবে, পলের মধ্যে যা বর্ণনামূলক বা প্রান্তিক উপাদান নয় । কিন্তু একইভাবে এটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ তা পুরাদস্তুর ইতিহাস : বুঝা যায় প্রাচীন জগতে কাহিনী কী ভাবে কাজ করত আর বাহ্যিক বর্ণনা ও ক্ষুদ্র পরোক্ষ ধারণা কীভাবে গোটা ইতিহাসকে সারসংক্ষিপ্ত করেছিল। এই বর্ণনা বক্তা ও শ্রোতাকে সঞ্জিবনী শক্তি হিসেবে জীবনযাপনে আশ্বস্ত করেছিল। এখানে আমার মনে পড়ে, প্রিন্সটনের প্রফেসর এডোয়ার্ড চাম্পলিনের নিরোর উপর লেখা একটি উল্লেখযোগ্য বইয়ের কথা। যেখানে তিনি বিশদ ব্যাখ্যা করে বলেছেন, কিভাবে জাংকার ও অন্যান্যেরা সমান্তরালে কাজ করেছেন। এতে গ্রীক ও রোমের ধনী ও পুরাকাহিনীকারেরা সাধারণ মানুষের কল্পনা ও মনে কাজ করেছিল। ফলে আনেয়াস, আগামেনন বা ওরেসটেসের, ওডিপাস এবং অন্যান্য চরিত্রের একটি সামান্য পরোক্ষ ধারণা মেলে এবং সাধারণ শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে প্রতীয়মান হয় যে, নিরো সতর্কতার সাথে তার ভূমিকা পালন করেছিলেন। যেখানে আমাদের শ্রমসাধ্য পুন:নির্মাণ করতে হয়েছে, ধাপে ধাপে, তবে সেক্ষেত্রে সে জগতের সাধারণ মানুষ কোন কষ্ট ছাড়াই জেনেছিল। চাম্পলিন যেমন বলেন, 'পুরাকাহিনীর ভাষা উচ্চ বা নিম্ন শ্রেণীর মানুষের দৈনন্দিন জীবনে এত প্রচলিত ছিল যে, সাধারণের যুক্তিতর্কে এটা ছিল দুষ্প্রাপ্য মুদ্রার ন্যায় একটি বিষয় ঃ এখান থেকে পাওয়া যেত সাদামাটা, সার্বজনীন নিয়ম-নীতি যা প্রত্যেকেই অনুধাবন করতে পারত। এটা কিভাবে নিরোর সুনির্দিষ্ট জীবনকালে সক্রিয়

ছিল, আর তিনি যেভাবে দাবি করতেন, তার প্রমাণ প্রাচীন খ্রীষ্টানদের সম্বন্ধে গবেষণা থেকে জানা যায়, প্রত্যাদেশ গ্রন্থ থেকেও তা জানা যায়। কিন্তু আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্যের উপর আমি বেশী জোর দিতে চাই, যেখানে পল স্পষ্ট করে বলতে চান (রোমীয় ৪; গালাতীয় ৩) । অব্রাহাম হলেন ঐশ জনগণের পিতা (যদিও এটা কোনভাবেই 'নতুন দৃষ্টিকোণ'-এর সম্প্রতি সমালোচনা থেকে জানা যাবে না বা স্যাণ্ডারস্-এর নিজের লেখায়ও পাওয়া যাবে না)। এরপর সামসঙ্গীত ১১৬-এর অংশবিশেষ, ২য় করি ৪:১৩ পদের স্পষ্ট বর্ণনায় পল পরিষ্কারভাবে বুঝেছিলেন এবং তার লেখার পাঠকদেরও বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন। কয়েকটি বাক্যেই এর বিশাল প্রমাণ পাওয়া যায়।

পল শুধুমাত্র জানা কাহিনীর পরোক্ষ উল্লেখ করেন না। পলের বিস্তারিত লেখার সমালোচনায় তার ঐশতাত্ত্বিক বিষয়ের আশেপাশের সাজসজ্জার কথা বলা হয়েছে, যা আসলে বিস্তারিত লেখার বিষয় নয়। আমি জোর দিয়ে বলতে চাই যে, পলের সামগ্রিক বিষয়কে সংক্ষেপে বলতে গেলে যীশু মশীহের পুনরাগমন, মৃত্যু ও পুনরুত্থান হল একটা নতুন অধ্যায়, যা তিনি বিশ্বাস করেছিলেন এবং সেইমত জীবনযাপনও করতেন। এই অনুধাবন থেকে বোঝা যায়, একটি নতুন অধ্যায়ের মৌলিক সূচনা যা থেকে কেন্দ্রীয় একটি আভাস পাওয়া যায়; এটা শুধুমাত্র প্রমাণের বিষয় নয় বা নিয়মের 'দৃষ্টিকোণ'-এর যুদ্ধ নয় যেখানে প্রায় লড়াই হতে থাকে। এই বিতর্কের বর্ণনায় অস্বীকার করা হচ্ছে, গাড়ীতে পেট্রোল ভরতে অস্বীকার করা কারণ আপনার কেবল জানা আছে যে, গাড়ী চালাতে আপনার দরকার চাকা আর স্টিয়ারিং।

অবশ্যই আমরা তর্কে যাব সেই নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে, যেখানে বর্ণনা নিয়ন্ত্রিত, আর পল যেভাবে অনুধাবন করতেন। তবে আমি এবং অন্যেরা যেভাবে দেখিয়েছি, অব্রাহামের মহান কাহিনী, মুক্তিযাত্রার কাহিনী, দাউদের কাহিনী (এটার একটি বিশেষ প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে) এবং নির্বাসনের কাহিনী । লিভি রোমের মহান প্রতিষ্ঠাতার কাহিনী বর্ণনায় বলেন যে, অগাস্টাসের নতুন জগৎ মানুষ চোখ তুলে তাকিয়ে দেখবে; একইভাবে কুমরানের বর্ণনায়ও ইস্রায়েলের প্রবক্তাগণ দাবি করেন যে, তাদের জন্য যে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল তা পূর্ণ হওয়ার সময় এসেছে, প্রতিজ্ঞার সার-সংক্ষেপ হল নির্বাসন থেকে মুক্তি; এজরা পুস্তকের চতুর্থ অধ্যায়ে দানিয়েলের কাহিনী যোসেফাসের কাহিনীর সমান্তরাল ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যার দ্বারা প্রকাশিত বাক্যের নাটকীয়তার শেষ অংকে পৌঁছেছে। এভাবেই পল ঈশ্বরের মহান কাহিনী ব্যক্ত করেন – ইস্রায়েল ও জগতের কাছে, কারণ পলের মুক্তির ধারণা এবং এর প্রমাণ কোন ইতিহাস বহির্ভূত ঘটনা নয় যে, কেউ ব্যক্তিগত ভাবে ঈশ্বরের সাথে ব্যক্তি সম্পর্ক লাভ করবে বরং অব্রাহামের ঈশ্বর কিভাবে তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণের মাধ্যমে অর্থাৎ তাঁর প্রিয় পুত্রের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের দ্বারা তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করবেন তার প্রমাণ মেলে। তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখব 'প্রত্যাদেশীয়' শব্দটির প্রকৃত অর্থ কি, আসলে এই শব্দটির দ্বারা প্রথম শতাব্দীর মানুষ কি বুঝত, এটা কি পলের ঐশতত্ত্বের কেন্দ্রের বিষয়, নাকি এটা দ্বারা ধারাবাহিকতা ছেদ না করা, প্রতিশ্রুতি-পূর্ণতা বৈশিষ্ট্য, পলের সন্ধিবিষয়ক ঐশতত্ত্ব, নতুবা এটা দ্বারা পূর্ণতা লাভ করেছে, নাকি ধ্বংস থেকে সুরক্ষা করেছে অথবা পুনর্গঠিত ঐশতত্ত্ব ও নতুন পরিপ্রেক্ষিতের সংস্করণ, যা মশীহের ক্রুশের উপর পল বেশী জোর দেননি। ফলে মানবিক অহংকার এবং পদ্ধতির বিষয় সমালোচকদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে।

আমার দৃষ্টিতে, পলের ব্যাখ্যায় এই বর্ণনা 'নতুন দৃষ্টিকোণ' কর্তৃক পৃথিবীতে উন্মুক্ত গুরুত্বপূর্ণ উন্নতিসমূহের একটি। পলের পুরাতন সন্ধির ব্যবহারের সাথে একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে, এ বিষয়ে আর একবার রিচার্ড হেজ এবং অন্যান্যদের উত্থাপন লক্ষ্যণীয়, যার মধ্যে (অনেক ইহুদী রচনা এবং চ্যাম্পলিন কর্তৃক উদ্ধৃত অনেক অ-ইহুদীর রচনা) একটি ক্ষুদ্র পরোক্ষ উল্লেখ গোটা চিন্তার জগতকে তাক্ লাগিয়ে দিতে পারে। অবশ্যই এটা হচ্ছে অনেকগুলো বিষয়ের মধ্যে একটি, যেখানে এই 'নতুন দৃষ্টিকোণ'-উন্নয়ন স্যাণ্ডারস্-এর নিজস্ব ব্যাখ্যামূলক প্রস্তাবনার বিরোধী। জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে তিনি বলেছেন যে, পল পুরাতন নিয়ম থেকে কম-বেশী কোন সম্পৃক্ততা বিচার না করেই উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যাতে তিনি একটি মানসিক বর্ণনানুক্রমিক সূচীতে শাস্ত্রবাণী প্রমাণের অন্বেষণে – তাঁর ঐশতত্ত্ব – বিশ্বাসের দ্বারা সততা

প্রতিপাদনে সক্ষম এবং দুটো অনুচ্ছেদে 'ন্যায্যতা' এবং 'বিশ্বাস'কে একসূত্রে গেঁথেছেন, যা আদিপুস্তকের ১৫ অধ্যায় ও হাবাকুক ২ অধ্যায়ে লক্ষণীয়। এমন বর্ণনার বিরুদ্ধে কিছু বলা সহজ নয় যদি কার্যত সত্যি সত্যিই তা বক্তব্যের মধ্যে থাকে। সর্বশেষ যুক্তিতে কোন অনুচ্ছেদের অংশকে বুঝতে হলে তা ভাল করে পড়তে হবে এবং লক্ষ্য করতে হবে, তা তিনটি ধারায় পড়ে কিনা। কারণ অস্পষ্টভাবে বা ঝাপ্সাভাবে পড়লে আসল জিনিস বোঝা যাবে না। আমাদের এ ধরনের বিষয়ের প্রয়োজন, যেখানে মাঝে-মধ্যে আমাদের বিভিন্ন যুক্তি-তর্কের অন্তর্নিহিত কল্পনা আর সত্যতা নিরূপণের অবস্থানের চেয়ে আরো বেশী সচেতন হই।

পলের চিন্তার সুগভীর বর্ণনার কাঠামোর দিকে লক্ষ্য দিলেই তাঁর আভ্যন্তরীণ বর্ণনার স্বীকৃতি হবে না আর তা থেকে ব্যাখ্যার নিহিত অর্থ বোঝা যাবে না। এটা অনেক গভীরতর, বৈপ্লবিক বিষয় যখন আভ্যন্তরীণ কাহিনীগুলোকে মাটি খুঁড়ে তুলে আনি, আর এটাকে সেই উপাদানের প্রতিবন্ধকতা হিসাবে সন্দেহ করি, যা মোটের পর চিহ্নিত বর্ণনার উভয় ক্ষেত্রে প্রতিরোধ সৃষ্টি করছে। আরও নির্দিষ্ট করে বলা যায়, তথাকথিত 'নতুন দৃষ্টিকোণ'-এর প্রতি ক্রমবর্ধিত বলপূর্বক প্রতিবন্ধকতা। ইহুদী জগত এবং পলের ক্ষেত্রেও, দ্বিতীয়-মন্দিরের বর্ণনা হল প্রধান বিষয়। এটা বিভিন্ন আঙ্গিকে বিশদ কাহিনী বলা যা লোকদের পছন্দ, কিংবা শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি, এটা কিংবা ঐ অভিজ্ঞতা বা শিক্ষা। দ্বিতীয়-মন্দির সম্বন্ধীয় যিহুদীদের নিজেদের বিশ্বাস ছিল যে, প্রকৃত-জীবন বর্ণনায় তারা অভিনেতা। অন্যভাবে বলতে গেলে, তারা শুধু কাহিনী বর্ণনা করার মানুষ নয়, যারা তাদের লোক-কাহিনী (তাদের জীবনের ঘটনা, বেশীর ভাগ বাইবেলের ঘটনা) বিশদ ব্যাখ্যা করে, পক্ষান্তরে, তাদের প্রাত্যহিক জীবনের অব্যক্ত আনন্দ এবং বেদনা, পরীক্ষা এবং বিজয়ের বিবরণ। তাদের কাহিনীগুলো প্রতীকী অর্থরূপে কাজ করে, তা হচ্ছে একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে যা একটি পরিমাপক হিসেবে কোন রকম ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা ছাড়া এক আমল থেকে অন্য আমলের ঘটনা এবং কাহিনীর উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তবে তাদের কাহিনীগুলির প্রধান কাজ হল তাদের প্রাচীন ও বিশেষ মুহূর্তগুলি মনে করিয়ে দেয়া ছোট কাহিনী, বৃহত্তর কাহিনী যা জগৎসৃষ্টি থেকে ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের সামনে চলার পথে আছে অব্রাহামের আহ্বানের কাহিনী, তাদের আশা ভবিষ্যতে তা তাদের পথ দেখাবে। রোমীয় চতুর্থ অধ্যায়ের পার্থক্য অব্রাহামের ম্লান করে দিয়ে একজন হয়ত তাৎক্ষণিক ভাবে সহজেই তুলে ধরতে পারে : এটা কি শুধু বিশ্বাসভিত্তিক ন্যায্যতার শাস্ত্রীয় প্রমাণ না অন্য কিছু ? আমি পরবর্তীতে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করব যে, পলের মানসপটে আদিপুস্তকের ১৫ অধ্যায়ের কাহিনী ছিল এবং তা পরবর্তী কয়েকটি পদে ফুটে উঠেছে। আমরা আরও লক্ষ্য করতে পারি খ্রীষ্টপূর্ব ৭০ ও ১৩৫ অব্দের ঘটনাবলী, যা ফলপ্রসূ হয়ে অন্তর্নিহিত বর্ণনায় পরিপূর্ণতা পেয়েছিল। যেখানে দ্বিতীয়-মন্দির যিহুদীদের জীবন-যাপনকালে আদর্শবান এক নতুন ইহুদীবাদের উৎপত্তি হয়। এ ইহুদীবাদ প্রাথমিক প্রকাশ শুধু গল্প-কাহিনীর মাধ্যমে নয় তবে ইতিহাসের গণ্ডীর বাইরে বিধানের প্রকাশ হিসেবে উৎপত্তি হয়। কিন্তু পলের সময়ে এ কাহিনী ছিল সম্পূর্ণ দোলায়মান। তিনি এবং তাঁর সমকালীন অনেক ইহুদী আবিষ্কারে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল যে, যথার্থ ক্ষেত্র কোথায় পাওয়া যাবে এবং সেখানে তাদের কোন্ ভূমিকা পালনে আহ্বান করা হয়েছে।

ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমি এটা বিশ্বাস করি যে, এটা গুরুত্বপূর্ণ ও সুগভীর চিন্তা-চেতনার আদর্শে পল বিশ্বাস করতেন, একমাত্র সত্য ঈশ্বর হলেন সৃষ্টিকর্তা, শাসনকর্তা এবং সমগ্র জগতের আসন্ন বিচারক। ইহুদী রীতির একেশ্বরবাদে পল আবারও জোর দেন ও নবরূপে সজ্জিত করেন। ইহুদীদের এ রীতি অন্তর্নিহিত বিবরণের ধারণা, অসমাপ্ত সৃষ্টিকাহিনী ও সন্ধির বিষয় যেখানে ব্যক্তি-কাহিনী যেমন অব্রাহাম এবং যাত্রাকাহিনীর আস্বাদ দৃঢ় করে। কিন্তু তা শক্তিশালী ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় কেবল মাত্র প্রতীকি অর্থকে অতিক্রম করে। এটা আসলে নির্বাসন এবং নির্বাসনোত্তর সাহিত্য। ব্যাবিলনের নির্বাসনের সময় ঈশ্বর তাঁর জনগণকে পরিত্যাগ করেননি। দ্বিতীয়-মন্দির সাহিত্যের বেশীর ভাগ বার বার সুনির্দিষ্ট কাহিনী বিবরণ করতে গিয়ে দেখায় যে, ক্ষেত্র কিভাবে প্রস্তুত হচ্ছে, আর সম্ভবত চূড়ান্ত পর্যায় বর্ণনা করে। যে পর্যন্ত আমরা পল সম্বন্ধে আমাদের চেতনায় অনুভব করতে

না পারি, বিশেষ করে তার আমলে ইহুদী জগৎ সম্পর্কে, সে পর্যন্ত আমরা তার সম্বন্ধে বা তার চিন্তা-চেতনার মৌলিক গঠনরীতি বুঝতে পারব না। আর যদি, প্রায়ই যা করা হয়েছে, আমরা তার নিয়ন্ত্রিত বর্ণনাগুলি অন্য ঐতিহ্য ও কৃষ্টির সাথে পরিবর্তন করি, আমরা ব্যাখ্যাদান প্রশ্নের ন্যায় সমস্যার সম্মুখীন হই।

আমার প্রস্তাবে দুটি দিকই আমাদের বুঝতে সহায়তা করবে : (ক) তার নতুন দৃষ্টিকোণ আর (খ) এর মানসম্মত সমালোচনা। এটা যেন একটা উপমা; ই.পি. স্যানডারস্, নতুবা জেমস্ ডুন – যারা তথাকথিত 'নতুন দৃষ্টিকোণ'-এর মূল প্রস্তাবনাকারী – এরা পলের বর্ণিত উপলব্ধির উন্নয়ন ও বিস্তার ঘটিয়েছেন। এ ব্যাপারে হেজ এবং অন্যেরা, আমি নিজেও, প্রস্তাব করেছি। এতদসত্ত্বেও পরবর্তীতে সৃষ্টি ও সন্ধির বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে দেখব। আর তা সত্যিকার অর্থে পলের চিন্তা, মুক্তির বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে যুক্তিতর্ক হিসেবে সুসংহত ভাবেই ব্যাখ্যা করব। আর তা মোটেও এ জগৎ থেকে মুক্তির ইতিহাস নয় কিন্তু এটা পরিবর্তিত জগতের মুক্তিদায়ী ইতিহাস। এটা এমন একটা বিষয় যেখান থেকে কৃষ্টির বর্ণনা শুরু। আর ভবিষ্যতের কোন কোন বিষয়ে পলের দৃষ্টিকোণ এবং আমাদের দৃষ্টিকোণ উভয়ই এটার আসল পরিপূর্ণতা। আমার বলতে চাই, পলের বর্ণনামূলক পাঠগুলোতে যে বিষয়গুলো, তাতে খুব বেশী অন্তর্নিহিত বিবরণ নেই যা তার লেখার মধ্যে খুঁজতে হবে (তা অস্বীকার করা যাবে না), তবে কোন ধরনের বর্ণনার কথা আমরা বলব আর তা ইহুদীবাদ এবং পলের মধ্যে কি ভূমিকা পালন করে। মূলত, আমরা বলতে পারি যে, বর্ণনার ধরণ অনুমিত বিষয়ে সরাসরি সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিবর্তিত হয়।

সন্ধির পরিপূর্ণতা, নবসন্ধির ফল এবং নবসৃষ্টি, পলের বেলায় যীশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের বিশেষ ঘটনা দ্বারা সম্পাদনকৃত। পল উক্ত ঘটনা মুক্তিদাতার প্রচারকার্য এবং রহস্যোঘাটনমূলক উভয়ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। এতে আমরা প্রত্যাশা করতে পারি যে, উক্ত দুটি বিষয়কে সামনে রেখে যীশুর সুসমাচার আর সিজারের ইতিহাসের মুখোমুখি আমাদের দাঁড়াতে হবে। অন্তর্নিহিত কাহিনী নিয়ন্ত্রণ, দ্বিতীয়-মন্দির ইহুদীবাদ, পল এগুলির সংস্কার কিভাবে করেছিলেন এবং নিজের মত করে তৈরী করেছিলেন – এ সবই পলের জীবনের কেন্দ্র বা হৃদয়ের কাজ। তিনি তা যীশুর মঙ্গলবাণীর আলোকে করেছিলেন। আরও স্পষ্ট করে বললে, পবিত্র আত্মার শক্তিতে পরিচালিত হয়েই পৃথিবীতে ইহুদী মশীহকে ঘোষণা করেছিলেন, যেখানে গ্রীক মানুষকে চিন্তা করতে শিখিয়েছিল এবং রোম তাদেরকে বাধ্য করেছিল ভীতিপূর্ণ আত্মনিবেদনে।

২। পলের উত্তরাধিকারের উপর তর্ক-বিতর্ক পুরাতন, নতুন ও বিভিন্নতার দৃষ্টিকোণ

পলের উত্তরাধিকার প্রশ্নটি তাত্ত্বিকতায় তাঁর জগৎ অপেক্ষা বেশ জটিল। কিন্তু সেই সকল জটিলতার অধিকাংশ এই লেখা এবং আমার যোগ্যতার নাগালের বাইরে। নতুন নিয়মের অনেক পণ্ডিতের মত পলের সকল শাস্ত্রব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমি অনেকাংশেই অজ্ঞ। তবে স্বল্পসংখ্যক মণ্ডলীর পিতৃগণ ও সংস্কারকগণ এ বিষয়ে জ্ঞান রাখেন। মধ্যযুগ, সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতকে পলের

সম্বন্ধে প্রচুর বক্তব্য-বিবৃতি দেওয়া হয়েছে, তবে তা আমি অধ্যয়ন করিনি। একইভাবে, আজকের দিনে আমাদের আধুনিক সার্বভৌম জগতের পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংস্করণ নিয়ে আমরা বিপদের মধ্যে আছি, যেমন জার্মানী হচ্ছে এই পাণ্ডিত্যের উৎসবিন্দু। তেত্রিশ বছর পূর্বে ডক্টরেট করার জন্য যখন অধ্যয়ন করছিলাম সেই সময় তা আমেরিকার দিকে বিস্তার লাভ করছিল। এটা কার্যত মারাত্মক ভুল পথে পরিচালিত হচ্ছে, যেহেতু ইউরোপে এখনও প্রচুর কাজ সম্পাদিত হচ্ছে। তৃতীয় বিশ্বের উদিত প্রসারমান পাণ্ডিত্যের কথা উল্লেখ হচ্ছে না, আফ্রিকাও সেক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। প্রথম দিকের জার্মানী শিক্ষার আলোকে পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায় যে, ওয়েমার রিপাবলিক, নাজি শাসনামল এবং যুদ্ধ পরবর্তী পুনঃসংস্কারের সময় চাপে পড়ে এগুলো চালিত হয়েছিল; এ থেকে উক্ত বিদ্যার ব্যাপারে আমাদের সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত; আর এটা মনে রাখতে হবে যে, প্রচণ্ড ক্ষমতার দাপটের সামনে কোন বিশেষ সংস্কৃতি ও তার বর্ণনা ম্লান হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আমরা একই সময়ে একাধিক জায়গায় থাকতে পারি না এবং আমাদের দর্শনের আংশিক বিষয় অনুধাবন করি তা যেন যথাসম্ভব ভাল ভাবেই করি, কিপলিংসের বর্ণনায় যেমন দেখতে পাই যে, "কোন কিছু আমরা যেভাবে দেখি – তা ঈশ্বরের সৃষ্টি হিসেবে যেমনটি আছে, সেভাবেই যেন দেখি"।

"বস্তু যেভাবে আমি তা দেখি" স্বভাবতঃই শক্তভাবে শর্তাবদ্ধ, যেহেতু এগুলো সবই পাশ্চাত্যের বিদ্যা, যা পলের সম্বন্ধে বিগত দুশো বছর যাবৎ ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় স্থান করে নিয়েছে। সমকালের আগের মানুষ হয়ে আমরা আমাদের বন্দীদশায় জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত হয়ে উত্তেজিত হতে পারি কিন্তু স্বাধীনতার পথ হল দাস-মনিবদের সামনে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়া। মোশীকে ফারাওর সাথে একই কাজ করতে হয়েছিল আর তা অন্য দেশের কোন শাসকের বিরুদ্ধে নয়। নবজাগরণের যুগে পলের ব্যাপারে যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য বিষয় আলোকপাত করা হয়েছে তা হচ্ছে : ইতিহাস, ঐশতত্ত্ব, ব্যাখ্যাদান এবং সমসাময়িক প্রসঙ্গ।

এগুলির পার্থক্যগত অর্থ বুঝা প্রায় সম্ভবপর হয় না তবে তারা মৌলিকভাবে আলাদা আলাদা বিষয়। পলকে ঐতিহাসিক ভাবে চিহ্নিত করা এবং তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থান বুঝার চেষ্টা করা (তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা এবং যা তিনি অন্বেষণ করছিলেন উভয়) এবং তার আমলের অন্যান্য আন্দোলনের সাথে যোগসূত্র খুঁজে বের করা একটি বিষয়। এটা একটি কঠিন বিষয় যদিও তা বিবৃত করার চেষ্টা এবং তাঁর জাগতিক ও ঐশতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির ধরণের প্রান্তিকতায় অবস্থান করে। তাঁর লেখায় ঈশ্বর ও জগত সম্বন্ধে তিনি কি বলেন, মন্দতা ও তার সমাধান সম্পর্কে তার ধারণা কী, মানুষ হওয়ার অর্থ কী এবং পরিপূর্ণ বা সত্যিকারের মানুষ বলতে কী বুঝায় – এ প্রশ্নগুলি চিরন্তন ঐশতত্ত্বের বিষয়, যা যে-কোন কৃষ্টি-সংস্কৃতিতে বিদ্যমান । যদিও বর্তমানে মানুষ এগুলি সম্পর্কে অসচেতন এবং লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, পলের বিশেষ ঐতিহাসিক চ্যালেঞ্জ কিভাবে তিনি ছুঁড়ে দিয়েছেন। কিন্তু আবার এই ঐশতত্ত্বের বিবরণীতে তিনি পরস্পরের মধ্যে আবদ্ধ করেছেন। ইহুদী ধর্মে ইতিহাস এবং ধর্মতত্ত্ব পরস্পর দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ যা জাগতিক দৃষ্টিতে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, তবে তারা একই বিষয় নয়। উভয় কঠোর শিক্ষা অনুশীলন করে এবং ফল প্রদান করে। তৃতীয় বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন কর্মক্ষেত্র, যা নিজেই ব্যাখ্যা দান করে; আমি এটাকে কাজের সূচনা বিন্দু এবং সমাপ্তি হিসেবে গণ্য করি।

ইতিহাস, ঐশতত্ত্ব এবং শাস্ত্রব্যাখ্যা সব সময় করা হয়ে থাকে – শুধু মাঝে-মধ্যে নয় আর শুধুমাত্র প্রচারকদের দ্বারা নয় – আর সেজন্য ন্যূনতম ফলাফল হলেও পণ্ডিতবর্গের আশার প্রতিফলন ঘটবে। যারা পলকে বিরক্তিকর, স্ববিরোধী, খেপাটে ভবঘুরে বিবেচনা করে, তারা চায় তাদের শ্রোতারাও পলকে সেই দৃষ্টিতে দেখুক (ফলে তাৎক্ষণিক ভাবে তারা আরও উৎসাহভরে পলের নৈতিক শিক্ষাকে পরিত্যাগ করে)। যেহেতু অনেকে আছে যারা পলের মুখের কথাকে ঈশ্বরের মুখের কথা হিসেবে বিবেচনা করে। নিরপেক্ষতা অসম্ভব ব্যাপার। হিজেনবার্গের অনিশ্চয়তামূলক রীতি-নীতিতে বলা হয়, দর্শনের মধ্যে দর্শিত বিষয়ের মাঝে একটি পরিবর্তন লক্ষ্ণীয় কারণ বস্তুনিষ্ঠ তত্ত্ব প্রদান বা কোন কিছুর সঠিক সংজ্ঞা দেওয়া প্রায় অসম্ভব। অন্যত্র আমি যে যুক্তি দেখিয়েছি, তা হচ্ছে, এটা একটা শক্ত সমালোচনার

বাস্তবতা, যেখানে উৎপাদন হচ্ছে একটি ঐতিহাসিক এবং একটি ধর্মতাত্ত্বিক জ্ঞানতত্ত্ব, যা ইতিবাচক ও উদ্যমী অধ্যাত্মবাদ থেকে অনেক দূরে থেকে ক্ষমতার ফলপ্রসূতা আর বর্ণিত কাহিনীর উপর নির্ভরশীল।

বিংশ শতাব্দীতে পলের পাণ্ডিত্যের পক্ষপাতিত্বের ব্যাপারে কিছু বলা বেশ সহজ। এটা কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনা নয় যে, আলবার্ট সুইজারের লেখায় তিনি ইহুদী প্রত্যাদেশের মাধ্যমে প্রাথমিক খ্রীষ্টানদের সম্পর্কে তথ্য দিয়েছেন। এটা অপ্রত্যাশিত নয় যে, রুডল্ফ বাল্টম্যান হেইডেগেরিয়ানের অস্তিত্ববাদ থেকে তাঁর আমলে তিনি বর্ণনা দিয়েছেন এবং পলকে এ আলোকেই অধ্যয়ন করেছেন। এটা কোন দুর্ঘটনা ছিল না যে, ডব্লিউ.ডি. ডেভিস তার 'সী-চেঞ্জ' বইয়ে পল এবং ইহুদী ধর্মমত সম্বন্ধে এক চরম মুহূর্তে লিখেছেন যখন নাজি হলোকস্ট-এর খবরাদি আসছিল, যখন ইউরোপ নব-বির্ধমীবাদ থেকে দূরে সরে আসছিল, সে সময় এ ধরনের একটি বিষয় ও জিজ্ঞাসার উদ্রেক হয়েছিল যে, এটা ইহুদীবাদের নেতিবাচক মূল্যায়ন, একটি মারাত্মক ভুল। সেই জগতে এটা কোন আকস্মিক ঘটনা নয় যে, সুইডিস লুথারান ক্রীস্টের স্টেনডাল জার্মানী লুথারান প্রথার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিলেন তাঁর 'পল ও পাশ্চাত্যের বিবেকের আত্মসমীক্ষা' নামক প্রখ্যাত প্রবন্ধে। আর এরনেস্ত কাসম্যান সচেতন করে দিয়ে বলেন, ন্যায্যতার পক্ষে মুক্তির ইতিহাসের বিকল্প পথ জার্মান খ্রীষ্টানদের অনুসরণ করতে হবে, যারা হিটলারকে সমর্থন দিয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর অন্তর্নিহিত নৈতিক বিভাজক রেখা তখন স্মৃতিতে জাগিয়ে তুলেছিল, তা চলমান ছিল যখন পল এবং ইহুদীধর্ম আলোচিত হচ্ছিল। পলের পাণ্ডিত্য সম্পর্কে অবহিত করার জন্য একই বিতর্ক চলছিল, যেমন, জে. লুইস মার্টিন সমর্থন করেন যখন কেউ 'আত্মপ্রকাশমূলক' বলে অভিহিত করেন যাকে অন্যেরা 'চুক্তি' হিসেবে অভিহিত করে। ১৯৭০ দশকে আমেরিকার ই.পি. স্যাণ্ডারস্ উল্লেখ করেন, (ক) ইহুদী ধর্ম ও পলের ব্যাপারে 'ধর্মীয় আঙ্গিকে' ব্যাখ্যা করা উচিত (খ) ইহুদী ধর্ম একটি বিশেষ নমুনার ধর্ম - এ অভিযোগ থেকে ইহুদী ধর্মকে রক্ষা করতে হবে (গ) পল ও ইহুদী ধর্মের মধ্যে মারাত্মক ফারাক ছিল না, এবং সেজন্য প্রাথমিক রীতি-নীতি থেকে ঐশ্বতাত্ত্বিক যুক্তির দূরত্বের চেয়ে বরং ইহুদী ধর্ম থেকে পলের দূরত্ব তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলাফল হিসেবে এসেছিল।

বর্তমানের উদ্দীপনাবাদের ঢেউকে সাংস্কৃতিক বিষয় থেকে আলাদা করা যাবে না। রিচার্ড হেইজের মতে পলের বর্ণনার দিক এবং তার পুরাতন নিয়ম ব্যবহারের পরিষ্কার ধারণা স্বাধীনতাত্তোর ও নতুন স্বর্গ প্রামাণিক সুবাতাস হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কোপেনহেগেনের ট্রোয়েলস্ ইংবাগ পিডারসেন প্রাণবন্তভাবে পলের পাঠগুলির প্রস্তাব করেছেন যেগুলি ঐতিহ্যশীল ইহুদী ধর্ম কিংবা খ্রীষ্টীয় ধারণার কাছে দায়বদ্ধ এবং প্রথম শতাব্দীর বিধর্মী দর্শনের নিকট বেশী ঋণী। বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে রিচার্ড হর্সলে পলের পাঠগুলিকে রাজনৈতিক লেখা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন যা বর্তমান স্তম্ভরূপ আমেরিকার সাম্রাজ্যের কথাই বলে, যদি তা সকল মন্দের উৎস না, নিদেনপক্ষে এর প্রধান চলতি প্রবাহের একটি; আর একবার, অনেকেই এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে খেয়ালীপনা বলে খারিজ করে দিতে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। পরিশেষে, বিশ্বের খ্রীষ্টান জনগণের সিংহভাগ লোক এ সকল আন্দোলন এবং পাল্টা-আন্দোলন সম্পর্কে সুখময় অজ্ঞতা নিয়ে পল বিষয় অধ্যয়ন করে।

জনগণ কি এর চেয়ে আরও সঙ্গতিপূর্ণ ? অবশ্যই না। আমরা মাত্র অনুমান করতে পারি যে, যা আছে তা খাঁটি এবং যা প্রত্যাদেশ হিসেবে এসেছে, তা পূর্বের অসামঞ্জস্যতাকে কমিয়ে দিতে নতুনের আত্মপ্রকাশস্বরূপ। বস্তুত: সব ধরনের অঘটনগুলো এ বইয়ের পাঠকদের জন্য ঘটার অপেক্ষায় আছে (সে রকমই বলার সাহস রাখছি)। এর মানে এই নয় যে, তার কোন মূল্য নেই। আমি নিমিত্তবাদী কিংবা ধ্বংসকামী নই। আসলে আমরা বিগত শত বছরের কৃষ্টির মধ্য থেকে এ সকল চিন্তাশীল আন্দোলনগুলো চিহ্নিত করতে পারি । এটা একটি নির্দেশনা হিসেবে গৃহীত হতে পারে যে, দয়ালু বিধাতা জগতের কার্যাদি সুবিন্যস্ত রেখেছেন যে, ধর্মগ্রন্থের উপর যেন তাঁর উজ্জ্বল আলো অবিরাম ছড়িয়ে দেয়। যদিও সেখানে বিভিন্ন ধরনের অদৃষ্টবাদের ঝুঁকি থাকতে পারে।

আমি তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিতে চাই। প্রথম, এ বিষয়গুলি পাঠ্যপুস্তকে থাকবে। যত বেশী আমরা এ বিষয়গুলো অগোছালো করব, সেগুলো নব-

চ্যালেঞ্জ নিয়ে আমাদের দিকে ফিরে আসবে, আর এ ক্ষেত্রে পলের গ্রন্থের আছে একটি শক্তিশালী অতীত। দ্বিতীয়, পরিচ্ছন্ন ও সুগঠিত মূলগ্রন্থের পাঠসমূহ। নতুন একজোড়া চোখ, সন্দেহমুক্ত নব অভিপ্রায় কিন্তু তার চেয়ে একটুও কম নয়, প্রসিদ্ধ শব্দগুলো সূক্ষ্মরূপে পরীক্ষা করা এবং অখ্যাত শব্দসমূহ শ্রবণ করা আর তারপর সেগুলোকে বাতিল করা। শুধুমাত্র যারা পাঠকের সংস্কৃতি ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ড সহভাগিতা করে তারা নয়, কিন্তু যারা না করে তারাও। জ্ঞানের সাধারণ প্রকৃতি হচ্ছে আলোড়িত অন্তর্দৃষ্টির অংশ, সংঘাতের বিপদ সত্ত্বেও, যেমনটি জগতের নির্দিষ্ট গণ্ডীতে আবদ্ধ মুখোশধারী। আর তৃতীয়, আমি পবিত্রাত্মার অলৌকিক ও অন্তরস্থ কর্মে বিশ্বাস করি। পলের আমলের সব লোক ও তার বিষয়ে আলোচনাসাপেক্ষে এটা বাদ দেয়া সমীচীন হবে না বরং তা যেন বিথোভেনের সঙ্গীত আলোচনার সামিল যেমনটি একজনের মনের মধ্যে থাকা একটি পিয়ানোর বিস্মৃতি। যদিও একজন নিজে কোন পিয়ানো বাজাতে না জানে, তবুও যে জানে তার মতই মুখ্য আলোচক হিসেবে শুরু করতে হবে।

সেজন্য আমাদের প্রাসঙ্গিকতার মধ্যে থাকতে হবে, কোন কোন ধারণা কোন একটি বিশেষ সময় ও পরিস্থিতিতে বেশী চিন্তাযোগ্য, বিশেষত: আপন ভুবনে, যেখানে কোন যুক্তি বা পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার নেই। এর বিপরীতে বলা যায় যে, এটা মুক্তির বিষয় কিন্তু দূরবর্তী কোন লক্ষ্যের উপর দৃষ্টিনিবদ্ধ নয় এবং ধারণকৃত বিষয়ের বদলে সততার সাথে স্বীকার করলেই ভাল, যেভাবে সে শুরু করেছিল। অন্যথায় জনগণের সামঞ্জস্যহীন লক্ষ্য যা ব্যক্তিগত নয়, তাই বর্ণিত হয়। ব্যাখ্যার জন্য অন্য কোন কিছুর সাহায্যের দরকার হয় না। আমি এটা বলতে চাচ্ছি না যে, ভাল ব্যাখ্যা ও মন্দ ব্যাখ্যার মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না; ভাল ইতিহাস, মন্দ ইতিহাস, ভাল ঐশতত্ত্ব এবং মন্দ ঐশতত্ত্বের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না। এই পার্থক্য বোঝা খুব সহজ কাজ নয়, আমরা যদি ঐতিহ্যগত ভাবে কল্পনা করে থাকি, আর একইভাবে তার জন্য যুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করে থাকি, যাতে তা আনন্দের সাথে গ্রহণীয় হয়। তা যথেষ্ট নাও হতে পারে কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে এটা ভ্রান্ত নির্দেশনা হতে পারে। এরনেস্ত ক্যাসম্যান বলেন, "আপন সীমাবদ্ধতায় পৌঁছে আমি আমার অস্তিত্বের চিন্তা ও কার্যাবলী বুঝতে পেরেছি এবং আমি এটা ইচ্ছাকৃতভাবে সুগম করে দিয়েছি, যাতে অন্যদের কাছে তা স্পষ্ট হয়"। আমি যখন তাঁর লেখা পড়ি তখন মনে হয়, তিনি যেন প্রকৃত চ্যালেঞ্জ থেকে দূরে সরে আসেন। এখন দেখি যে, তিনি বেশ বড় একটা বিষয়ের দিকে নজর দিচ্ছেন।

কিন্তু আমাদের অবস্থান পারিপার্শ্বিকতার উপর ভিত্তি করে জ্ঞানের কতগুলি 'নির্ধারিত বিষয়' বিচার্য যা আমাদের সময়ের বিভিন্ন স্তরে বিকাশমান (অজ্ঞানতার চেতনায় ভীত যদি কেউ তা চ্যালেঞ্জ করে)। উদাহরণস্বরূপ, সুদূরপ্রসারী অনুমানের ক্ষেত্রে অনেকের মধ্যে এটা বিদ্যমান যে, শুধুমাত্র এফেসীয় নয়, কলসীয়দের কাছে লেখা পত্রটিও পলের নিজের লেখা নয় যদিও তার কিছু বিষয়বস্তু তার উপর বর্তায়। স্বভাবতঃই এ বিষয়ের উপর অনেক মজার বিষয় সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু আমাদের এ সন্দেহের বিষয় উত্থাপিত হয়েছে ঐ আমলের নতুন নিয়মের উপর প্রভাব সৃষ্টিকারী ক্ষমতা জার্মান অস্তিত্ববাদী লুথেরানবাদের জন্য। ...

সবচেয়ে বড় পার্থক্য দেখানো হয়েছে ১করিন্থীয় ও ২করিন্থীয়-এর মধ্যে যা রোমীয় ও এফেসীয়দের কাছে ধর্মপত্রের পার্থক্যের চেয়ে বেশী। তবে সেজন্য কেউ এমন মত প্রকাশ করে না যে, তা পলের লেখা নয়। বিশেষ অবস্থার ধারণা হল, একটি উন্নত খ্রীষ্টতত্ত্ব আরও অনেক পরে এসেছে এবং পলের লেখা নয়, রচনাস্বত্ত্বের উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু আবিষ্কৃত হয় নাই। সম্প্রতি যে যুক্তি-তর্ক নতুন ভাবে আসছে (বিশেষ ক'রে উত্তর আমেরিকা) তাতে এফেসীয় ও কলসীয় পত্রদ্বয়কে অপ্রধান বিবেচনা করা হচ্ছে কারণ এগুলো রাজ্যের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হয়েছিল যা হচ্ছে অযৌক্তিক। পলকে নিয়ে লেখা 'নতুন দৃষ্টিকোণ'-এর অধিকাংশ অনাড়ম্বরভাবে গ্রহণ করা হয়েছে এবং জটিল সিদ্ধান্তসমূহ পুরানো দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়েছে। কোন কিছু না জানিয়েই, নতুন দৃষ্টিকোণ যেখানে এসবের মধ্যে অনেক প্রশ্ন তুলেছে। ত্রিশ বছর পূর্বে রবার্ট মরগান উল্লেখ করেছেন যে, এমন এক সময় আসবে যখন দাবার গুটি পিছিয়ে নিতে হবে, যাতে খেলাটা আবার শুরু হতে পারে। একই ভাবে আমি প্রেরিতদের

কার্যাবলীতে পলের বিষয়বস্তুর প্রশ্নগুলির পক্ষে প্রস্তাব করি। এই পরিকল্পনাভিত্তিক মন্তব্যসমূহ এই পুস্তকের উদ্দেশ্যের থেকে আরও অধিক বিস্তৃত, যেহেতু আমি এফেসীয় ও কলসীয়দের বিষয়টি নিয়মিত আর প্রেরিতদের কার্যাবলী বিষয়টি মাঝে-মধ্যে তুলে ধরছি। আমার বাস্তব প্রস্তাবগুলির অধিকাংশ প্রচলিত পত্রগুলির উপর নির্ভরশীল। এটা যদি কোন প্রতিক্রিয়া করে, যদিও আমি প্ররোচিত করছি অন্যদেরকে তাদের মাথা রক্ষা-প্রাচীরের উপর উঁচু করতে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি তা করছি; আমার একমাত্র যুক্তি হচ্ছে যে, আমি মনে করি যে, কয়েকটি বিষয়ে আমাকে বিশপীয় দপ্তরের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করতে হবে, এমনকি আমি আশা করছি অন্যান্য অধিকংশ স্থানে এগুলো ভেঙ্গে ফেলে গড়তে হবে।

যখন আমাদের এই আলোচনা নিজস্ব সংস্কৃতিতে খাপ না খায়, আর অযথা দুশ্চিন্তার অবকাশ ঘটায়, বিশেষ ক'রে কেন্দ্রে বা উপকেন্দ্রে অথবা দূরূহ ঐশতত্ত্ব এবং আনুষ্ঠানিক বা পরিবেশগত রচনা সংক্রান্ত বক্তব্যের প্রয়োজন আছে। আমি মনে করি, আমাদের সংস্কৃতির এই বিভিন্ন বিষয় বা মতপার্থক্য আর বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের অনেকেই আমাদের একটি বিশেষ ও বিধিসম্মত নির্দেশ প্রদান করে। যার জন্য মানুষ স্বাধীন ও উৎফুল্লতার সাথে পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুসারে সাড়াদান করতে পারে। বাইবেল-পণ্ডিতদের মাঝে কোন সময়ে কেউ হয়ত কাঠামোগত ঐশতত্ত্বের একটি অন্তর্নিহিত সংশয়ের সম্মুখীন হল, আমি উদ্বিগ্ন, ছোটবেলায় সাণ্ডেস্কুলের ধর্মশিক্ষার থেকে তিনি উচ্চতর, রীতিসিদ্ধ ও যুগোপযোগী বিধিবদ্ধতা যা শব্দের ব্যুৎপত্তি আরও বেশী নির্ণয় করে, সে সম্বন্ধে বেশী জানতে পারবেন। আবার কেউ নৈতিক বিশৃঙ্খলার উদ্বিগ্নতা থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতিবাদের সন্দেহের চেয়ে সকর্মক জ্ঞান বা প্রকৃত ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার সম্মুখীন হতে পারে।

পলের সম্বন্ধে আমার নিজের প্রত্যক্ষ জ্ঞানই তাকে সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছে কারণ তার লেখায় বিভিন্নতা ও ধাঁ ধাঁ-র উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। অবশ্য তিনি এটা বলতে পারেন যে, প্রতিটি পত্রই হল বিশেষ কোন মণ্ডলী ও তার প্রয়োজনীয়তার জন্য। রোমীয়দের কাছে পত্রটি বৈশিষ্ট্যগত ভাবে রোমীয়দের জন্যই লেখা হয়েছে। কিন্তু এটার অর্থ এই নয় যে, ঐ পত্রের মর্মবাণী সমগ্র বিশ্বের মানুষ ও সর্বকালের মানুষের জন্য নয়। যদি কেউ পৃথক দুটি সমাজে পালকীয় দায়িত্ব পালনের সময় বাণী প্রচার করেন তবে তিনি এমন একটি বিশেষ বিষয় বিশেষ মুহূর্তে উপস্থাপন করবেন যেন তা কেন্দ্রীয় ও তার উপরে কারোর কিছু বলার অবকাশ থাকে না। হতে পারে কেউ একটা বিধি-নিয়ম তৈরী করে পরিবেশ পরিস্থিতি অনুসারে সমাজের জন্য অত্যন্ত জরুরী ও মৌলিক সত্যে ফিরে আসার মত অবস্থা এবং সুন্দর-সাবলীল প্রচারের জন্য কাঠামো দাঁড় করাতে পারে।

স্ব-উত্তরাধিকারের চেয়ে পলের উত্তরাধিকারের প্রেক্ষাপটে আমি অনেক কিছু বলেছি, যেখানে অনেক যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন করা হয়েছে। বস্তুত:, পলের উত্তরাধিকার মণ্ডলীর কর্ম বা লড়াইয়ের জন্য রাখা হয়েছে : যথাযথ ভাবে কারণ তিনি অনেক চ্যালেঞ্জ উপস্থিত করেছেন, তিনি পিছু হঠতে নিষেধ করেন এবং তিনি মনে করেন, আমরা এসব বুঝতে পেরেছি। ঠিক সেই জায়গাগুলো যা বার বার আসে এবং যা আমরা বুঝি না, আর এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা আবশ্যক যদি আমরা তরীতে উঠতে চাই। যতই আমরা ঐসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর ধ্যান করি, যা পল অনেক বছর যাবৎ অধ্যয়ন করেছেন এবং তার সময়কার ইতিহাস ও জগতের খবর প্রকাশিত হয় (ঐ সময় বা তার বর্ণনাকে 'গভীর আলোকপাত'হিসেবে উল্লেখ করা যায়) তাঁর ঐশতত্ত্ব বিদ্যার অনুধাবন বলা যায়। তাঁর পত্রগুলি গুরুত্বের সাথে পড়লে একুশ শতকেও অর্থপূর্ণ মনে হয়। আমার এই রচনাটি হয়ত এ ব্যাপারে খুব বেশী কিছু দিতে পারবে না কিন্তু এটা গুরুত্বপূর্ণ যে, পাঠকের উচিত এই অর্থপূর্ণ বিষয় অনুধাবন করা, যদিও এটা একটা ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা মাত্র। তাই সবচেয়ে ভাল ক'রে শুরু করা হচ্ছে মানচিত্রটিকে যতদূর সম্ভব বিছিয়ে নেওয়া, যাতে আমরা বড় রাস্তা এবং ছোট ছোট রাস্তাগুলোও দেখতে পারি। আমরা দু'টি পরস্পর সংবদ্ধ হওয়া বিষয় শুরু করব যা পলের এক প্রান্ত, প্রকৃতপক্ষে বাইবেলের দিক থেকে প্রসারিত করে অন্য প্রান্তে : সৃষ্টি এবং সন্ধি-র দিকে যায়।

---

*[উৎস গ্রন্থ : **PAUL**, by N.T.Wright]*